যুব সম্মেলন ২০১৮

বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০

তারুণ্যের প্রত্যাশা

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

১৪ অক্টোবর ২০১৮

কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ, ঢাকা

সমান্তরাল অধিবেশন (৩)

অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ

বাংলাদেশের দলিত যুব সম্প্রদায়: সামাজিক অন্তর্ভূক্তি, প্রতিবন্ধকতা ও করণীয়

ভূমিকা:

- বাংলাদেশে প্রায় ৬.৫ মিলিয়ন দলিত জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হলো তরুণ যারা বংশপরম্পরায় জাত-পাত ও অস্পৃশ্যতার চর্চার শিকার হয়ে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতি ও রাজনৈতিক বঞ্চনার শিকার হয়ে হতাশাগ্রস্ত জীবনা যাপনের ঝুঁকির মধ্যে বাস করছে।
- যেহেতু দলিত জনগোষ্ঠী জন্ম ও পেশাগত কারণে সমাজে বিদ্যমান নানাবিধ বৈষম্যের শিকার, এ জনগোষ্ঠীতে জন্মগ্রহনকারী তরুণ-যুবাদের জন্মের সাথে সাথে একই বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়।
- দলিতদের ক্ষেত্রে এটি প্রায় নিয়তিই যে, একজন দলিত শিশু বড় হয়ে পরিচ্ছন্নতা কর্মী, জুতো সেলাইকারী বা জেলে হবে, কারণ এটি তার বা তার পিতার উত্তরাধিকারের পেশা।
- সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এই ধরনের বৈষম্যমূলক প্রথার কারণে দলিত যুবক-তরুণরা শিক্ষা এবং স্বাভাবিক সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে সমাজ এবং রাষ্ট্রে অবদান রাখতে পারছেনা।
- জন্ম, জাত-পাত ও পেশাগত কারণে বৈষম্যের শিকার এই অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তরুণ-যুবদের শিক্ষাসহ সার্বিক উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা খুবই জরুরি

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE

দলিত তরুণদের শিক্ষা পরিস্থিতিঃ

- দলিত শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভূক্তির হার ৭২%, যেখানে জাতীয় পর্যায়ে অন্তভুক্তির হার প্রায় শতভাগ।
- আবার প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হওয়া দলিত শিশুদের ৬৩ টি ভাগই বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়ছে।
- মাধ্যমিক পর্যায়ে দলিত শিক্ষার্থীর অংশগ্রহনের হার ১২.৫ শতাংশ, ৪.৩ শতাংশ উচ্চমাধ্যামিক পর্যায়ে এবং ১.৯ শতাংশ দলিত শিক্ষার্থী স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করছে।

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE

- দলিতদের শিক্ষায় পিছিয়ে থাকার কারণ স্বাভাবিকভাবেই জাত-পাতভিত্তিক বৈষম্য এবং অস্পৃশ্যতার বহুল প্রয়োগ।
- দলিত শিক্ষার্থীদের প্রতি বৈষম্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তাদেরকে আলাদা বেঞ্চে বসতে বাধ্য করা, ক্ষেত্রবিশেষ মেঝেতে বসতে বাধ্য করা, পড়াশোনা ঠিকমতো বুঝিয়ে না দেয়া, দলিতদের জাত-পাত তুলে সহপাঠি ও শিক্ষকদের ঘৃন্য আচরণ, অবজ্ঞা ও অবহেলা, দলিত শিশুদের দিয়ে স্কুলগৃহ, স্কুলপ্রাঙ্গন, টয়লেট পরিস্কার করা ইত্যাদি।
- বৈষম্যের কারণে দলিতদের মধ্যে খুব সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হয়ে মাধ্যমিক বা উচ্চতর পর্যায়ে পড়াশোনা করতে সক্ষম হচ্ছে।
- আবার বেসরকারি স্কুল কলেজে পড়াশোনা করার মতো আর্থিক সঙ্গতিও তাদের নেই। ফলে অনেক দলিত শিক্ষার্থী পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয় না এবং কিশোর বয়সেই পারিবারিক পেশায় নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়।
- কিছু পাব্লিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য কোটা সুবিধা থাকলেও দলিত পরিচয়ের জন্য জেলা প্রশাসকের প্রত্যয়ন পত্র বাধ্যতামূলক করায় দলিত শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে সম্যস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

দলিত তরুণদের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক সম্পৃক্তি:

- অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা সমাজে তরুণ-যুবা বা শিশু-কিশোরদের নিয়ে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দলিত তরুণ-শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না।
- জাতপাতের কারণে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে দলিত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার অনেক ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশ হতে দেখা গেছে।
- জাতপাতভিত্তিক বৈষম্যের কারণে এমনকি স্কুলেও খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অনেক সময় দলিত শিশুরা অংশগ্রহণ করতে পারেনা। দলিত তরুণ-যুবাদের মূলধারার কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে।
- তবে দলিত কমিউনিটির অভ্যন্তরে ক্লাব সংস্কৃতির চর্চা চলমান আছে যার নেতৃত্ব তরুণরাই দিয়ে থাকে। তবে এই ক্লাব সংস্কৃতি মূলত পুজা আয়োজন বা আড্ডার কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শিশু-কিশোর বা তরুণদের জন্য সৃষ্টিশীল কোনো আয়োজন করা হয় না।
- কমিউনিটি গ্রন্থাগার বা তরুণ সামাজিক উদ্যোগ দলিত জনগোষ্ঠীতে নেই বললেই চলে।

দলিত মেয়েদের আর্থ -সামাজিক অন্তর্ভূক্তি

- দলিত সমাজে পিতৃতান্ত্রিক প্রথা খুবই সবল।
- এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, দলিত মেয়েদের শতকরা ৭৬ ভাগ ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায়।
- শারীরিক, মানসিক এবং যৌন হয়রানি ও নির্যাতন দলিত মেয়েদের ক্ষেত্রে খুবই সাধারণ।
- নিজ কমিউনিটিতে-বাইরে- সর্বত্রই দলিত মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয়।
- দলিত পুরুষদের একটি বড় অংশ মনে করে যে, মেয়েরা গৃহস্থালির কাজ ও সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য জন্মেছে।
- অনেক পিতামাতা মেয়ে শিশুর চেয়ে ছেলে শিশুর শিক্ষার জন্য ব্যয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE

দলিত তরুণদের কর্মসংস্থান:

- জাত-পাত, পেশা ও অস্পৃশ্যতাভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের কারণে দলিতদের কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত এবং নির্দিস্ট।
- এছাড়া শিক্ষাগত এবং দক্ষতার ঘাটতি থাকায় পুর্ব-পুরুষের ঐতিহ্যবাহী পেশার বিকল্প যুতসই কোনো পেশায়ও তারা যুক্ত হতে পারছে না।
- অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, উচ্চশিক্ষিত হলেও শুধুমাত্র দলিত আবেদনকারীর পদবী দেখে তাকে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর পদে যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়।
- গবেষণায় দেখা গেছে মূলধারায় চাকুরিরত শিক্ষিত দলিতদের ৫৯% কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের দ্বারা জাতপাতভিত্তিক বৈষম্যের শিকার হন।
- ব্যবসায়ী বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে মূলধন সঙ্কট দলিত তরুনদের প্রধান প্রতিবন্ধকতা।
- দলিতদের বেশিরভাগই ভূমিহীন হওয়ায় জামানত প্রদানে অক্ষমতার কারণে তফসিলী ব্যাংক তাদের ঋণ প্রদান করেনা।

দলিত যুবসমাজের অন্তর্ভূক্তিতে সংশ্লিষ্ট এসডিজি, রাষ্ট্রীয় নীতি, পরিকল্পনা

- এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১০.৩ এ বৈষম্যমূলক আইন, নীতিমালা ও প্রথার অবসান ঘটিয়ে বিভিন্ন উদ্যোগে সুফল ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাসসহ সকলের জন্য সমাজন সুযোগ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে
- লক্ষ্যমাত্রা ১০.২-এ বয়স, লিঙ্গ, অসমার্থ্য, জাতীসত্ত্বা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস, ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে ২০১৩০ সালের মধ্যে সকলের ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভূক্তি প্রবর্ধনের কথা বলা হয়েছে
- বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭-এ বলা হয়েছে আইনের চোখে সকল নাগরিক সমান; অনুচ্ছেদ ২৮-এ সকল ধরনের বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- দলিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে কোটা প্রদানের জন্য ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে একটি বিশেষ নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তা বাস্তবায়নে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।
- এসডিজি লক্ষ্য-৪:(গুনগত শিক্ষা)- লক্ষ্যমাত্র ৪.২-এ অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসরত শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশিধাকর নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE

জরুরি করণীয়:

- প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের সকল স্থানের সরকারি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য কোটা ব্যবস্থা প্রণয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক কর্তৃক পরিপত্র জারি
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীতে দলিত শিক্ষার্থীদের সমান সুযোগ প্রদান এবং তাদের সৃষ্টিশীলতা ও মেধা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তি, উপবৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধায় দলিত শিক্ষার্থীদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ;
- সামাজিক ক্লাব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য কার্যক্রমে মূলধারার তরুণদের সাথে দলিতদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দলিত জনগোষ্ঠীর উপর জাত-পাতভিত্তিক বৈষম্য মোকাবেলায় আইন কমিশনের সুপারিশকৃত বৈষম্য বিলোপ আইন দ্রুত প্রণয়ন করা
- দলিত তরুণদের যোগ্যতা অনুযায়ী মর্যাদাকর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণে দলিত তরুণদের অগ্রাধিকার, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং কর্মস্থলে জাত-পাতভিত্তিক আচরণের পরিবর্তন

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE

ধন্যবাদ

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE